30 JUL 2008

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার মান বজায় রাখতে সবাইকে নীতিমালা মানতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় যদি শুধু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে, তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে? হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া প্রায় ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগের মান নিয়ে অহরহ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের নীতিমালা ভঙ্গ করায় এবং শিক্ষার মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় গত বছর পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করা হয়। অথচ এগুলোর তিনটি আদালতের রায় নিয়ে আবার 'স্বাভাবিক' কার্যক্রম শুরু করেছে। ঘটনাটি দুঃসংবাদের তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন।

আইনগতভাবে এ কার্যক্রমের বৈধতা থাকতে পারে, কিন্তু এর নৈতিক ভিত্তি কতটুকু? ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি—আম্বান, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও বগুড়ার পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সাময়িক সনদ বাতিল করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, নিজেদের সংশোধন না করে সেন্ট্রাল, আম্বান ও কুইন্স ইউনিভার্সিটি আগের মতোই কার্যক্রম চালানোর জন্য আইনকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়।

'মানসম্মত উচ্চশিক্ষা' আদালতের রায়ে অর্জনের বিষয় নয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা না থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর কোনো মানে হয় না। এ ক্ষেত্রে আদালতে যাওয়ার পেছনে 'ব্যবসা' নাকি 'শিক্ষা'—কোন বিষয়টি মুখ্য ছিল, তা ভাবা দরকার। কোনো অননুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রশ্নে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে বন্ধ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং তাঁরা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে স্বাভাবিকভাবে লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে পারেন, সে বিষয়েও খেয়াল রাখা দরকার। আমরা এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কয়েকটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কল্যাণে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। বিত্তবান ও উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি বিত্তশালী নন কিন্তু মেধাবী, তাঁদের জন্যও উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা দরকার। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। এ জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম মেনে চলার বিকল্প নেই।